যুগান্তর

তারিখ ... 21 এপ্রিল 2009
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 1

শিক্ষকহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

দক্ষ জনশক্তি গড়ার অঙ্গীকারকে যেন ব্যঙ্গ করছে সিলেটের সদ্য-স্থাপিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এ প্রতিষ্ঠানের ১২০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষকও নেই। শিক্ষক নেই ক্লাসও নেই। ক্লাসরুমগুলোতে ঝুলছে তালা। এই তালা মাঝে মাঝে খোলে খণ্ডকালীন শিক্ষক ও এমসি কলেজ থেকে আসা কয়েকজন সিনিয়র ছাত্র যখন আসেন পাঠদানের জন্য। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় হয়েছে ৬১ কোটি টাকা। বিগত জোট সরকারের আমলে এই প্রকল্পটি অনুমোদিত হলেও ৮ একর জমির ওপর তিনটি ভবন নির্মিত হয়েছে সদ্য-বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। বোধ করি সে কারণেই সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় নাই। এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী লোকবল তৈরি করতে ও দেশের উন্নতি ঘটাচ্ছে সরবে নীতিনির্ধারকরা প্রচার করে থাকেন। কিন্তু তাদের কথার সঙ্গে কাজের মিল নেই। সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের যে ক'টি বিভাগ চালুর কথা ছিল, সেগুলো না হলেও কম্পিউটার বিভাগটি চালু করা হয়েছে। ২০০৮-এর জানুয়ারিতে কলেজটির দুয়ার উন্মুক্ত করা হলেও ছাত্রভর্তি হয় ৬ মাস পর থেকে। দু'বছরে ১২০ জন ভর্তি হয়েছে সত্য, তবে তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ। সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিদ্যুৎ সংযোগও নেই। তাই সার বেঁধে ঘোমটা দিয়ে আছে কম্পিউটারগুলো। কলেজটির দুর্দশার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ছাত্রদের বিদ্যাচর্চাও। কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল যে দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য সে সম্পর্কে কারও দ্বিমত নেই। সে বিবেচনায় সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ জরুরি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর দায় এড়াতে পারে না। কর্তব্যক্তিদের উদাসীনতা ও একপেশে দৃষ্টি সূচনাতেই কলেজটিকে বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। শিক্ষক ছাড়া কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। একথাটি তাদের অজানা নয়। এ-কলেজ কেবল নয়, দেশের অন্যান্য কারিগরি কলেজও কমবেশি সমস্যায় ডুবে আছে। খোঁজ করলে দেখা যাবে, বহু কারিগরি কলেজেতে শিক্ষক আছেন তো যন্ত্রপাতি নেই। যন্ত্রপাতি আছে তো সেইগুলো চালনার মতো দক্ষ-যোগ্য লোকবল নেই। শ্রেণীকক্ষ আছে তো বেঞ্চ নেই। বেঞ্চ আছে তো শিক্ষার্থী নেই। আমরা চাই সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। সরকার একদিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করবে, অন্যদিকে কারিগরি কলেজগুলো অচল হয়ে থাকবে শিক্ষকের অভাবে, তা হতে পারে না। অবিলম্বে সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হোক। কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে তার দায় কেন নির্দোষ শিক্ষার্থীরা ভোগ করবে?